ইউনিট-১২

দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি ও অর্জনের মূল্যযাচাই

অধিবেশন-১ : টেক্সটাইল শিখনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীর আচরণের বিভিন্ন দিকের মূল্যযাচাই

অধিবেশন-২ : টেক্সটাইল শিখনের মূল্যযাচাইয়ে ব্যবহৃত উপকরণের ব্যবহার এবং বিষয়বস্তুর আলোকে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও ধারাবাহিক মূল্যায়ণ

অধিবেশন-৩ : পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিক্ষণ-শিখনে মূল্যযাচাই পত্রের ব্যবহার

টেক্সটাইল বিষয় শিখনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীর আচরণের বিভিন্ন দিকের মূল্যযাচাই

ভূমিকা

টেক্সটাইল বিষয় একটি কর্মমূখী ও জীবন দক্ষতা (Life skill) ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষণ শিখন কার্যক্রমে মূল্যায়ন একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। টেক্সটাইল শিখন হাতে কলমে শিক্ষণ প্রক্রিয়া তাই এর মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। সাধারণত শিক্ষার্থীদের কোন একটি জব শেখানোর পর তা মূল্যায়ন করে জানা যায় তারা কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে। কোন কার্যক্রম, পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার ফলপ্রসূতা, কার্যকরিতা অর্জনের সক্ষমতা এবং শিক্ষার্থীর সবল দিক ও দুর্বল দিক যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় মূল্যায়ন। শিক্ষা ক্ষেত্রে মূল্যায়ন বলতে আমরা বুঝি উদ্দেশ্য এবং সম্পাদিত কাজের মধ্যে সাদৃশ্য, উপযোগিতা, যথার্থতা এবং কাম্যতা নিরূপণ করা। তাই মূল্যায়নের আগে দরকার শিক্ষা কার্যক্রমের এবং শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা। শিক্ষার্থীকে কেন শিক্ষা দিবো, কী শিক্ষা দিবো এবং কীভাবে শিক্ষা দিবো তা জানা প্রয়োজন। এই অধিবেশনে টেক্সাইল বিষয়ে শিখন উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীর শিখন দক্ষতা মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনা করবো।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি...

- টেক্সটাইল শিখনের উদ্দেশ্যর সাথে সম্পর্কিত শিক্ষার্থীর আচরণ চিহ্নিত করতে পারবেন;
- মূল্যযাচাইয়ের জন্য শিক্ষার্থীর আচরণের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করতে পারবেন;
- মূল্যাযাচাইয়ের জন্য শিক্ষার্থীর আচরণের বিভিন্ন দিক শিখন উদ্দেশ্য অনুযায়ী সনাক্ত করতে পারবেন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

চার্ট, মডেল, ফ্লো-চার্ট, ডাটা সীট, প্রশ্ন পত্র, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, ভিডিও কনটেন্ট ইত্যাদি।

টেক্সটাইল বিষয়ে শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা

পর্ব-ক: টেক্সটাইল শিখন উদ্দেশ্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীর আচরণ চিহ্নিতকরণ

মূল্যায়নের ভিত্তি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা। দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা হচ্ছে আচরণের কাঙ্খিত পরিবর্তন ও দক্ষতার পরিপূর্ণতা লাভ করা। কাজেই শিক্ষাদান কার্যক্রমে সফলতা বা ফলপ্রসূতা যাচাই করার জন্য শিক্ষককে শিক্ষার্থীর আচরণের কী পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তা জানা প্রয়োজন। ব্যাপক অর্থে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে বিভিন্ন স্তরে বর্ণনা করা হয়। শিক্ষার সামগ্রিক একটা উদ্দেশ্য থাকে যাকে বলা হয় সাধারণ উদ্দেশ্য। এরপর সাধারণ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিক্ষার স্তর ভিত্তিক এবং বিষয় ভিত্তিক কতগুলো বিশেষ উদ্দেশ্য নির্ধারিত করা হয় এবং সবশেষে নির্ধারিত হয় পাঠ ভিত্তিক আচরণিক উদ্দেশ্যবলী। যেহেতু আমাদের শিক্ষণ হবে দক্ষতা ভিত্তিক তাই উদ্দেশ্য হবে পরিমাপযোগ্য। শিক্ষার্থীর মূল্যায়ণকে পরিমাপের বৈশিষ্ট্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ আচরণিক উদ্দেশ্যসমূহ পরিমাপযোগ্য। টেক্সটাইল বিষয়ের শিখনের উদ্দেশ্য অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের তুলনায় ভিন্নতা রয়েছে। উদ্দেশ্য লিখার সময় মনে রাখতে হবে কোর্সের সকল গুরুত্বপূর্ণ শিখনফল উদ্দেশ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে কিনা, উদ্দেশ্যগুলো শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য ও নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এবং শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, সময় ও প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার সাথে বাস্তবসম্মত কিনা।

নিচে টেক্সটাইল শিখনের উদ্দেশ্যের তিনটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হল, আপনারা আরো কিছু উদ্দেশ্য অন্তর্ভূক্ত করুন এবং মূল শিক্ষনীয় বিষয়ের সাথে মিলিয়ে নিন।

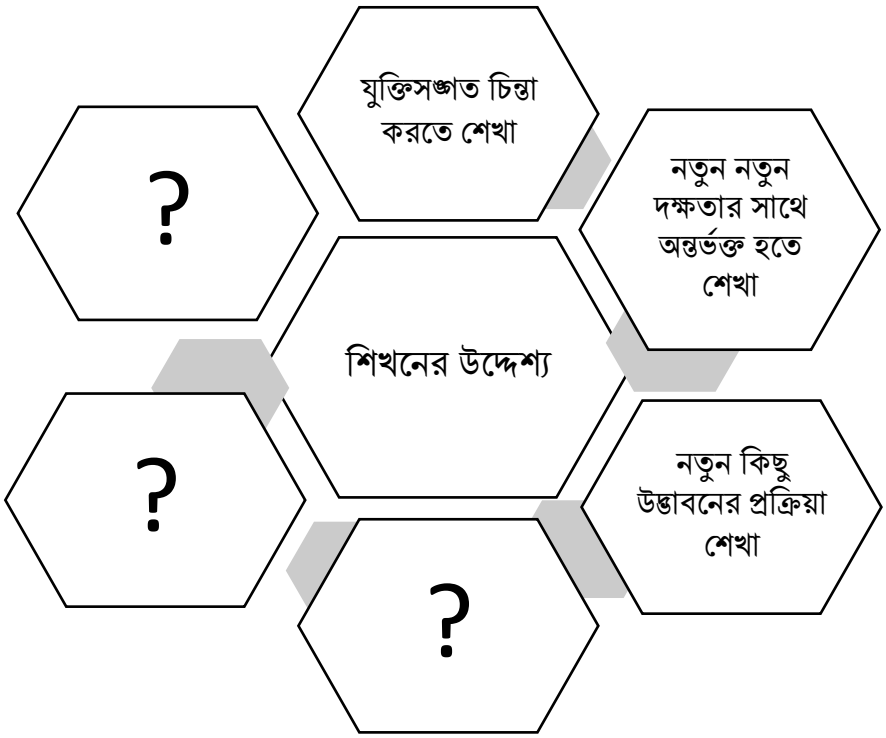

চিত্র: ১২.১.১ (শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার ধারণা চিত্র)

পর্ব-খ: মূল্যযাচাইয়ের জন্য শিক্ষার্থীর আচরণের বিভিন্ন দিক

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা জেনেছেন শিখন হল শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন। শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন ঘটতে পারে তিনটি ক্ষেত্রে। একজন শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিবর্তন, দক্ষতার পরিবর্তন ও তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে তার আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে। তাই আমরা বলতে পারি জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সঠিকভাবে পরিমাপ ও মূল্যায়নের জন্য আমাদের তাই শিখন ও শিক্ষণ উদ্দেশ্যগুলোকে তিনটি শ্রেণি বা ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা-

১. চিন্তনমূলক উদ্দেশ্য (Cogmative Domain Objective)
২. মনোপেশীজ উদ্দেশ্য (Psycomotor Domain Objective)
৩. আবেগ-অনুভূতিমূলক উদ্দেশ্য (Affcetive Domain Objective)

বিবেচ্য দিকগুলোর কিছু উদাহরণ নিম্নে দেয়া হল। আপনারা চিন্তা করে আরো কিছু সংযোজন করুন এবং পরে মূল শিক্ষনীয় বিষয় দেখে জেনে নিন।

মূল্যযাচাইয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আচরণের বিবেচ্য দিক সমূহ		
১. বিষয় জ্ঞান	১১. উপাত্ত বিশ্লেষণ সক্ষমতা	৩১. আগ্রহী মনোভাব থাকা
২. ছবি আঁকা	১২. ব্যাখ্যা দানের দক্ষতা	৩২. বিশ্বাস ও আস্থা থাকা
৩. যুক্তি প্রদর্শন	১৩. অনুবাদকরণ করতে পারার দক্ষতা	৩৩. মনোযোগ সহকারে পড়া
৪. দলগত আলোচনা	১৪. মানসিক বিকাশ সাধন	৩৪. ----------
৫. চিন্তন দক্ষতা	১৫. ব্যবহার করতে পারার দক্ষতা	৩৫. ----------
৬. তৈরিকরণ	১৬. বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা	৩৬. ----------
৭. দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন	১৭. অনুমান করতে পারার দক্ষতা	৩৭. ----------
৮. মূল্যবোধ	১৮. যুক্তি উপস্থাপন করতে পারা	৩৮. ----------
৯. পর্যবেক্ষণ দক্ষতা	১৯. প্রশ্ন করতে পারার দক্ষতা	৩৯. ----------
১০. উদ্ভাবন নিন্তন দক্ষতা	২০. উত্তর প্রদানের দক্ষতা	৪০. ----------

তালিকা: ১২.১.১ (শিক্ষার্থীদের আচরণের বিবেচ্য দিক সমূহের তালিকা)

পর্ব-গ: প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও সংরক্ষণ

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, পর্ব-খ এ আপনারা শিক্ষন উদ্দেশ্যের ডোমেইন সম্পর্কে এবং শিক্ষার্থীদের আচরণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানলেন। এ পর্বে পর্বে আপনারা উক্ত আচরণের বিভিন্ন দিকসমূহ শিখন উদ্দেশ্যের ডোমেইন অনুযায়ী তিন ভাগে শনাক্ত করুন। নিচের ছকে একটি করে উদাহরণ দেয়া হল আপনি চিন্তা করে বাকিগুলো শনাক্ত করুন এবং পরে মূল শিক্ষনীয় বিষয় থেকে ঠিক করে নিন।

জ্ঞান বা জন্মগত ক্ষেত্র	আবেগিক ক্ষেত্র	মনোপেশীজ ক্ষেত্র
১. সংজ্ঞা দানের দক্ষতা	১. বিশ্বাস	১. লেখা
২. ----------	২. ----------	২. ----------
৩. ----------	৩. ----------	৩. ----------
৪. ----------	৪. ----------	৪. ----------
৫. ----------	৫. ----------	৫. ----------
৬. ----------	৬. ----------	৬. ----------
৭. ----------	৭. ----------	৭. ----------
৮. ----------	৮. ----------	৮. ----------
৯. ----------	৯. ----------	৯. ----------
১০. ----------	১০. ----------	১০. ----------

তালিকা: ১২.১.২ (শিক্ষার্থীদের আচরণের বিবেচ্য দিক সমূহের তালিকা)

মূল শিখনীয় বিষয়

টেক্সটাইল বিষয় শিখনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীর আচরণের বিভিন্ন দিকের মূল্যযাচাই

টেক্সটাইল শিখনের উদ্দেশ্য

- টেক্সটাইল বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু মানসিকতার বিকাশ সাধন।
- টেক্সটাইলের কাঁচামাল প্রাপ্তির সার্বিক দিকগুলো পর্যবেক্ষণের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- টেক্সটাইল কারখানার পরিবেশে ঘটমান সমস্যা পর্যালোচনা করার দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- যুক্তিসঙ্গতভাবে চিন্তা করতে শেখা।
- দৈনন্দিন টেক্সটাইল সমগ্রী উৎপাদনে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করতে পারার দক্ষতা অর্জন।
- প্রতিটি কাজের ধারাবাহিক বঝায় রাখার দক্ষতা অর্জন।
- নতুন নতুন পদ্ধতি ও নতুন কিছু উদ্ভাবন বা আবিষ্কারের প্রক্রিয়া শেখার দক্ষতা অর্জন।
- সততা, সত্যাবাদিতা, ধৈর্য্য, সহনশীলতা হওয়া।
- সৌন্দর্যবোধ, সময়জ্ঞানের বিকাশ লাভ।
- নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি গুণের বিকাশ লাভ করা।

টেক্সটাইল শিক্ষণ দক্ষতা ও জীবন ভিত্তিক শিক্ষা তাই উপযুক্ত দক্ষতা অর্জনের জন্য টেক্সটাইল বিষয়গুলো শিখতে হবে।

মূল্যযাচায়ের উদ্দেশ্য সমূহ-	
• শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই করা	• শিক্ষার্থীর আগ্রহ সম্পর্কে জানা
• মাত্রা নির্ণয় করা	• শিক্ষার্থীদের রুচি ও অভ্যাস সম্পর্কে জানা
• পাঠোন্নতির পর্যায় নির্ধারণ	• ভবিষ্যৎ শিক্ষা পরিকল্পনায় সহায়তা প্রদান
• পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীর মূল্যায়ন	• শিক্ষার্থীদের সঠিক চাহিদা নিরূপণ
• পাঠক্রমের উপযোগিতা নির্ণয়	• আচরণের পরিবর্তন নিরূপন
• শিক্ষার্থীর চিন্তনশক্তি, বুদ্ধি পরিমাপ	• শিক্ষার্থীর ভুল সংশোধনে উৎসাহ দান
• শিক্ষার্থীর মানসিক দক্ষতা নির্ণয়	• পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের চাহিদা নিরূপন
• সৃজনশীলতার বিকাশ লাভ	• পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি চিহ্নিত করণ
• দৈনিন্দিন অগ্রগতি পর্যালোচনা	• পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন
• শিক্ষার্থীর আত্মমূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি	• শিক্ষার্থীর আত্মমূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি
• শিক্ষার্থীদের দক্ষতার গুণগত মান বৃদ্ধি	• শিক্ষার উদ্দেশ্য ভিত্তিক শিখনফল মূল্যায়ন
• শতভাগ দক্ষতা অর্জিত হচ্ছে কিনা যাচাই করণ	• পরিমাপের পরিমাপকের উন্নয়ন সাধন

তালিকা: ১২.১.৩ (শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যযাচাইয়ের তালিকা)

মূল্যযাচায়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর দক্ষতা উন্নয়নে বিবেচ্য দিকগুলো-		
• শিক্ষার্থীর বিষয় জ্ঞান	• মৌখিক উত্তর দানে দক্ষতা	• নির্ণয়করার দক্ষতা
• স্মরণ শক্তি	• পুনরাবৃত্তিকরণ দক্ষতা	• সরলীকরণ দক্ষতা
• বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান	• অনুবাদ করণ দক্ষতা	• অনুমান করতে পারার দক্ষতা
• পর্যবেক্ষণ দক্ষতা	• উৎপাদন করার দক্ষতা	• উদাহরণ ব্যবহারেরে দক্ষতা
• ব্যাখ্যাকরণের ক্ষমতা	• মনোভাবের বিকাশ সাধন	• আগ্রহ সৃষ্টিতে সক্ষমতা

• মানসিক দৃঢ়তা • পরিমাপে সঠিকতা • আচার-ব্যবহার • পড়া-লেখার অভ্যাস • পছন্দ-অপছন্দ • নির্বাচন করার দক্ষতা • সারমর্মকরণ দক্ষতা • বিশ্লেষণকরণ দক্ষতা • চিন্তন দক্ষতা • হাতে-কলমে কাজের আগ্রহ • দৃঢ় বিশ্বাস	• দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন • ব্যবহারিক কাজে আগ্রহী হওয়া • পরীক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি • যুক্তিপূর্ণ প্রশ্নকরণ দক্ষতা • শ্রেণিবিণ্যাসকরণে দক্ষতা • ভবিষ্যৎবাণী করার সক্ষমতা • যুক্তি প্রদানের দক্ষতা • মানসিক চাপ নেয়ার দক্ষতা • সমালোচনা করার দক্ষতা • কাজ করার প্রবণতা • মূল্যবোধ	• মানচিত্র অংকণের দক্ষতা • তৈরিকরণ দক্ষতা • সংশ্লেষণকরণ • সূত্রদ্ধকরণ • উপযোগীতা যাচাই করণ • প্রয়োগিক দক্ষতা • উদ্ভাবন করতে পারার দক্ষতা • একক ও জোড়ায় কাজে দক্ষতা • দলগত কাজের সম্পৃক্ততা • উদ্ভাবন • অংশগ্রহণ মূলক কাজ ইত্যাদি।

তালিকা: ১২.১.৪ (শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের তালিকা)

উপরের উল্লিখিত আচরণের বিভিন্ন দিকসমূহ শিখন উদ্দেশ্যের ডোমেইন অনুযায়ী ৩ ভাগে শনাক্ত করে নিম্নে ছকে দেখানো হলো-

জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র		**আবেগিক ক্ষেত্র**	**মনোপেশীজ ক্ষেত্র**
• শিক্ষার্থীর বিষয় জ্ঞান • স্মরণ শক্তি • বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান • পর্যবেক্ষণ দক্ষতা • ব্যাখ্যাকরণের ক্ষমতা • মানসিক দৃঢ়তা • পরিমাপে সঠিকতা • মৌলিক উত্তর দানে দক্ষতা • পুনরাবত্তিকরণ দক্ষতা • অনুবাদকরণ দক্ষতা • উৎপাদন করার দক্ষতা • দলগত কাজে সম্পৃক্ততা • অংশগ্রহন মূলক কাজ • উপাত্ত বিশ্লেষণ দক্ষতা • পরীক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি • যুক্তিপূর্ণ প্রশ্নকরণ দক্ষতা	• শ্রেণিবিণ্যাসকরণে দক্ষতা • ভবিষ্যৎবাণী করার সক্ষমতা • নির্ণয়করার দক্ষতা • সরলীকরণ দক্ষতা • অনুমান করতে পারার দক্ষতা • উদাহরণ ব্যবহারেরে দক্ষতা • মানসিক চাপ নেয়ার দক্ষতা • সংশ্লেষণকরণ • সূত্রদ্ধকরণ • উপযোগীতা যাচাই করণ • বিশ্লেষণকরণ দক্ষতা • আলাদা করণ দক্ষতা • সমালোচনা করার দক্ষতা • প্রয়োগ দক্ষতা • চিন্তন দক্ষতা	• ব্যবহারিক কাজে দক্ষতা • পছন্দ-অপছন্দ • আগ্রহ • মনোভাবের বিকাশ সাধন • দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন • কাজ করার প্রবণতা • দৃঢ় বিশ্বাস • মূল্যবোধ	• ছবি আঁকার দক্ষতা • মানচিত্র অংকণের দক্ষতা • তৈরিকরণ দক্ষতা • উদ্ভাবন করতে পারার দক্ষতা • পড়া-লেখার অভ্যাস

তালিকা: ১২.১.৫ (শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যযাচাইয়ের তালিকা)

সারসংক্ষেপ:

টেক্সটাইল বিষয় একটি কর্মমূখী ও জীবন দক্ষতা (Life skill) ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষণ শিখন কার্যক্রমে মূল্যায়ন একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। টেক্সটাইল শিখন হাতে কলমে শিক্ষণ প্রক্রিয়া তাই এর মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। সাধারণত শিক্ষার্থীদের কোন একটি জব শেখানোর পর তা মূল্যায়ন করে জানা যায় তারা কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে। কোন কার্যক্রম, পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার ফলপ্রসূতা, কার্যকরিতা অর্জনের সক্ষমতা এবং

শিক্ষার্থীর সবল দিক ও দুর্বল দিক যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় মূল্যায়ন। শিক্ষাদান কার্যক্রমে সফলতা বা ফলপ্রসূতা যাচাই করার জন্য শিক্ষককে শিক্ষার্থীর আচরণের কী পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তা জানা প্রয়োজন। ব্যাপক অর্থে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে বিভিন্ন স্তরে বর্ণনা করা হয়। শিক্ষার সামগ্রিক একটা উদ্দেশ্য থাকে যাকে বলা হয় সাধারণ উদ্দেশ্য। এরপর সাধারণ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিক্ষার স্তরভিত্তিক এবং বিষয়ভিত্তিক কতগুলো বিশেষ উদ্দেশ্য নির্ধারিত করা হয় এবং সবশেষে নির্ধারিত হয় পাঠভিত্তিক আচরণিক উদ্দেশ্যবলী। যেহেতু আমাদের শিক্ষণ হবে দক্ষতা ভিত্তিক তাই উদ্দেশ্য হবে পরিমাপযোগ্য। একজন শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিবর্তন, দক্ষতার পরিবর্তন ও তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে তার আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে। তাই আমরা বলতে পারি জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সঠিকভাবে পরিমাপ ও মূল্যায়নের জন্য আমাদের তাই শিখন ও শিক্ষণ উদ্দেশ্যগুলোকে তিনটি শ্রেণি বা ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা- চিন্তনমূলক উদ্দেশ্য (Cogmative Domain Objective), মনোপেশীজ উদ্দেশ্য (Psycomotor Domain Objective), আবেগ-অনুভূতিমূলক উদ্দেশ্য (Affcetive Domain Objective) মূল্যযাচাইয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আচরণের বিবেচ্য দিক রয়েছে। যেমন- শিক্ষার্থীর বিষয় জ্ঞান, স্মরণ শক্তি, বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান, পর্যবেক্ষণ দক্ষতা, ব্যাখ্যাকরণ ক্ষমতা, মানসিক দৃঢ়তা, আচার-ব্যবহার, বিশ্লেষণকরণ দক্ষতা, মৌখিক উত্তর দানে দক্ষতা, উৎপাদন করার দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন, সরলীকরণ দক্ষতা ইত্যাদি। টেক্সটাইল শিখনের কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন- টেক্সটাইল বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু মানসিকতার বিকাশ সাধন। টেক্সটাইলের কাঁচামাল প্রাপ্তির সার্বিক দিকগুলো পর্যবেক্ষণের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। টেক্সটাইল কারখানার পরিবেশে ঘটমান সমস্যা পর্যালোচনা করার দক্ষতা বৃদ্ধি করা। যুক্তিসঙ্গত ভাবে চিন্তা করতে শেখা ইত্যাদি। মূল্যযাচায়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর দক্ষতা উন্নয়নে বিবেচ্য দিকগুলো বিবেচনা করে আচরণের বিভিন্ন দিকসমূহ শিখন উদ্দেশ্যের ডোমেইন অনুযায়ী ৩ ভাগে শনাক্ত করা যায়। যেমন- ১. জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র, ২. আবেগিক ক্ষেত্র, ৩. মনোপেশীজ ক্ষেত্র। এই তিন ক্ষেত্রের দক্ষতা সঠিকভাবে অর্জিত হলে শিক্ষার্থীর শিক্ষণ-শিখন দক্ষতা অর্জিত হবে।

মূল্যায়ন:

১. টেক্সটাইল শিখনের উদ্দেশ্য কী? ২. মূল্যায়নের জন্য শিখন ও শিক্ষণ উদ্দেশ্যগুলোকে কত ভাগে করা হয়েছে এবং তা কি কি? ৩. মুল্য যাচায়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আচরণের বিবেচ্য দিকগুলো উল্লেখ করুন। ৪. শিক্ষার্থীদের আচরণের বিভিন্ন দিক শিখন উদ্দেশ্যের ডোমেইন এর আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৫. শিখন-শিক্ষণে মূল্যযাচায়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।	**উত্তর:** ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

পরবর্তী অধিবেশনের প্রস্তুতি:

আমরা "**টেক্সটাইল শিখনের মূল্যযাচাইয়ে ব্যবহৃত উপকরণের ব্যবহার এবং বিষয়বস্তুর ডোমেইনের আলোকে প্রশ্ন প্রণয়ন ও ধারাবাহিক মূল্যায়ণ**" নিয়ে আলোচনা করবো।

তথ্য সূত্র:

1. এনসিটিবি: http://bitly.ws/9Yft এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম নবম-দশম শ্রেণির সকল ট্রেড বই সমূহ।
2. Link: http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/SOE/BEd/edbn2525/Unit-07.pdf
3. Link: http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/SOE/MEd/edm_1403/Unit-09.pdf

ইউনিট-১২ **অধিবেশন-২**

টেক্সটাইল শিখনের মূল্যযাচাইয়ে ব্যবহৃত উপকরণের ব্যবহার এবং বিষয়বস্তুর আলোকে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও ধারাবাহিক মূল্যায়ণ

ভূমিকা

শিক্ষার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর জীবনের সার্বিক বিকাশ ঘটে। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদান করেন। শিক্ষাদান করতে গেলে শুধু পাঠ্যবই যথেষ্ট নয়। তার জন্য আর কিছু আনুসঙ্গিক উপদানের দরকার হয়। তেমনি ভাবে শিক্ষক শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়বস্তু ও শিক্ষণ পদ্ধতিতে পারদর্শী হলেই চলবে না তাদেরকে শিক্ষণ শিখনের উদ্দেশ্য ও শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন উপকরণ তৈরি করা ও তা ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। আমরা জানি মূলত শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি পরিমাপের জন্য মূল্যাযাচাই ব্যবহার করা হয়। শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা বা দৃষ্টিভঙ্গি পরিমাপের জন্য আমরা অভীক্ষা তৈরি করে থাকি। শিক্ষক হিসেবে উন্নতমানের অভীক্ষা পদ বা প্রশ্ন তৈরি করা শিখতে হয়। আমরা জানি যে প্রতিটি শিখন মূল্যযাচাইয়ের জন্য গ্রহণ পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষা তিন প্রকার। যথা- লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক। লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন আবার দুই প্রকার। যথা- রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক। রচনা মূলক প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্নের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রশ্নটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করে সঠিক উত্তর লেখার স্বাধীনতা থাকে। একটি নিদিষ্ট নীতিমালার আলোকে প্রশ্ন প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। আজ এ অধিবেশনে আমরা জানবো কখন কিভাবে কোন ধরনের প্রশ্ন প্রণয়ন করা হয় ও মূল্যাযাচাইয়ের উপকরণ ব্যবহার করা হয়।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি...

- অভিক্ষার ধারণা ও শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে বলতে পারবে;
- শিখন উদ্দেশ্যের ডোমেইনের আলোকে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারবেন;
- গঠনমূলক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন সম্পর্কে বলতে পারবে;
- গঠনমূলক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের উপকরণ উল্লেখ করতে পারবেন;
- মূল্যযাচাইয়ের জন্য গঠনমূলক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের উপকরণ ব্যবহার করে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারবেন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

চার্ট, মডেল, ফ্লো-চার্ট, ডাটা সীট, প্রশ্ন পত্র, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, ভিডিও কনটেন্ট ইত্যাদি।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক: অভীক্ষার ধারণা ও শ্রেণিবিন্যাস

শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষাবর্ষের জন্য শ্রেণি পাঠদানের উপর ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করার জন্য বিভিন্নভাবে যে শিক্ষা অর্জন করে তাই তার কৃতিত্ব। শিক্ষকের নিকট থেকে পাঠ গ্রহণ করে যে জ্ঞান অর্জন করে তা এই কৃতিত্বের আওতায় পড়ে। শিক্ষার্থী কতটুকু শিক্ষা অর্জন করলো তা যাচাই করা শিক্ষকের অন্যতম কাজ। শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে তাদের পঠিত বিষয়ে কতটুকু দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে তা জানার জন্য বিভিন্ন ধরণের অভীক্ষা বা প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়। এসব অভীক্ষাকে বলা হয় কৃতিত্ব অভীক্ষা (Achievement Test)। প্রধানত কৃতিত্ব অভীক্ষা দুইধরনের হয়। যথা- ১.

রচনামূলক অভীক্ষা বা প্রশ্ন এবং ২. নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা বা প্রশ্ন। উভয় প্রকারের মধ্যে আবার একাধিক ধরণ রয়েছে। কিন্তু কারিগির শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রয়োজন পড়েনা।

তথাপি জানার জন্য উভয় প্রকার অভীক্ষা বা প্রশ্ন সংক্ষেপে চার্টের মাধ্যমে দেখানো হলো-

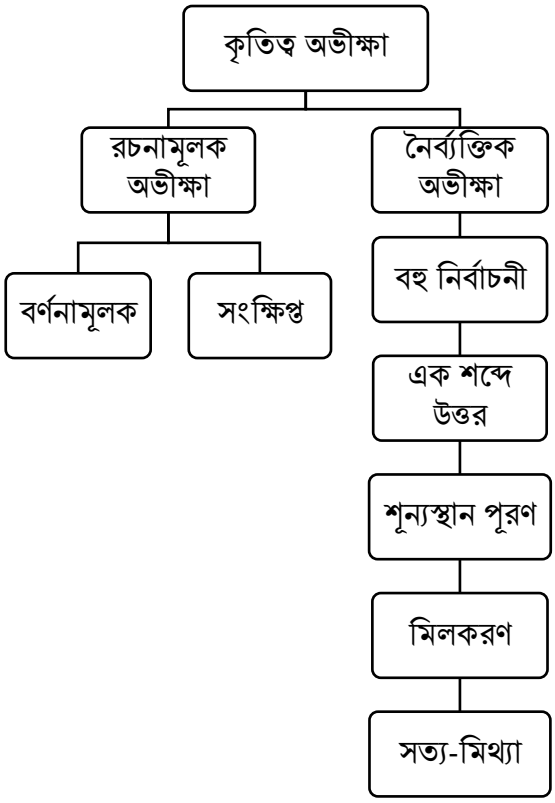

চিত্র: ১২.২.১ (শ্রেণি অভিক্ষার সংক্ষিপ্ত চার্ট)

পর্ব-খ: শিক্ষন উদ্দেশ্যের ডোমেইনের আলোকে প্রশ্ন প্রণয়ন

শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে তাদের পঠিত বিষয়ের উপর কতটুকু নৈপুণ্যের অর্জন করতে পেরেছে তা যে অভীক্ষা দ্বারা সুষ্ঠুভাবে পরিমাপ করা যায় তাই কৃতিত্ব অভীক্ষা। প্রশ্নের মাধ্যমে কিভাবে এসব স্তর থেকে কৃতিত্ব যাচাই বা পরিমাপ করা যায় তা আমরা SMART ধারণার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি।

S= Specific (সুনির্দিষ্ট)

M= Measurable (পরিমাপযোগ্য)

A= Attainable/Achiveable (অধিগম্য/অর্জনীয়)

R= Realistic/ Raliable (বাস্তববাদী/বিশ্বাসযোগ্য)

T= Time bound (নির্দিষ্ট সময়)

উপরোক্ত বিষগুলো বিবেচনায় নিয়ে প্রশ্ন প্রণয়ন করলে তা দ্বারা শিক্ষার্থীদের সঠিক মূল্যায়ন করা যাবে।

শিক্ষা বিষয়ক মনোবিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ব্লুম শিক্ষার্থীর নৈপুণ্যের স্তর ভিত্তিক পর্যায় ক্রমিক বিন্যাস ব্যাখ্যা করেছেন।

যা তিনি ছয়টি চিন্তাস্তরের মাধ্যমে চিহ্নিত করেছিলেন তা নিম্নরূপ-

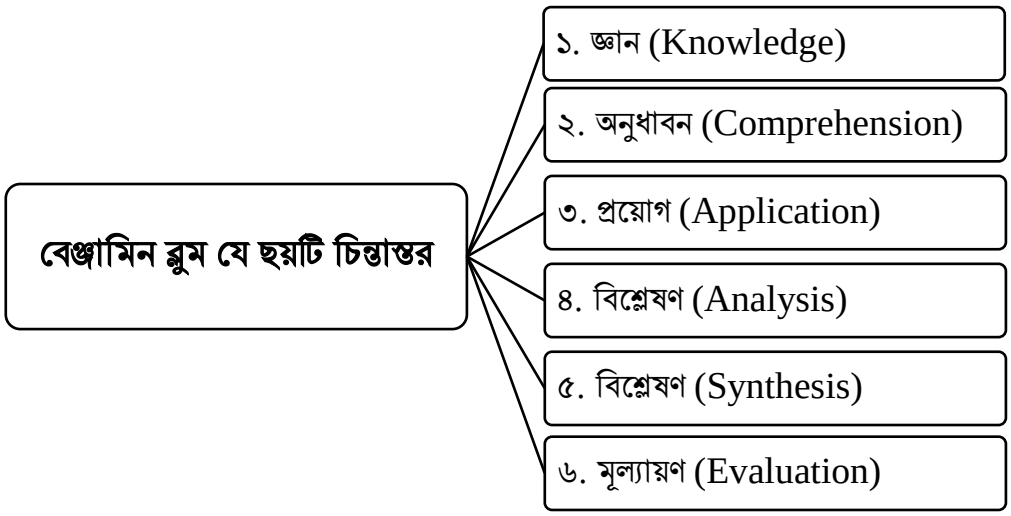

চিত্র: ১২.২.২ (বেঞ্জামিন ব্লুম এর ছয়টি চিন্তাস্তর)

প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে কিভাবে এসব স্তর থেকে কৃতিত্ব যাচাই বা পরিমাপ করা যায় নিম্নে একটি রচনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে উদাহরণের সাহায্যে আলোকপাত করা হলো। আপনারা ভালো করে পড়ে নিয়ে উদাহরণের সাহায্যে নিজেরাও একটি প্রশ্ন তৈরি করুন।

১. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

এটি একটি সাধারণ মানের সহজ শ্রেণির প্রশ্ন হবে। পঠিত অংশ থেকে সরাসরি মনে রাখতে পারে এমন প্রশ্ন হবে। মোটকথা প্রশ্নটি হবে মুখস্ত নির্ভর। যেখানে থাকতে পারে কোন শব্দের অর্থ, তিঁনি কে, কোন জিনিসের নাম, কোন ঘটনা বা কোন কিছুর সংজ্ঞা ইত্যাদি। এগুলো পাঠ্য বইতে দেয়া থাকে, শিক্ষার্থীরা তা স্মরণ রাখতে পারে এবং প্রশ্ন করলে সাথে সাথে উত্তর দিতে পারে।

উদাহরণ-

- টেক্সটাইল কোয়ালিটির সংজ্ঞা দাও।

২. অনুধাবনমূলক

এ জাতীয় প্রশ্নের জন্য শিক্ষার্থী পাঠ্যবইয়ের পঠিত ভাষা সরাসরি প্রয়োগ করার সুযোগ থাকে না। তবে যা পড়া হয়েছে তা বুঝতে পারলে নিজের মত করে গুছিয়ে উপস্থাপন করতে পারবে। একটু চিন্তা ভাবনা করলে আরো ভালো ভাবে গুছিয়ে ব্যাখ্যা করে উপস্থাপন করতে পারবে। কোন কিছু বর্ণনা করা, ব্যাখ্যা করা, বুঝিয়ে উপস্থাপন করা, একাধিক বিষয়ের মধ্যে তুলনা করতে পারা ইত্যাদি প্রশ্ন অনুধাবনমূলক প্রশ্নে আওতাভূক্ত।

উদাহরণ-

- স্টেইট নাইফ ও ব্যান্ড নাইফ কাটিং মেশিনের মধ্যে পার্থক্যগুলো কী কী?

৩. প্রয়োগমূলক প্রশ্ন

পাঠ্যপুস্তকের অর্জিত জ্ঞান স্মরণ এবং বুঝার পরে তা বাস্তব প্রয়োগ করতে পারার সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে কিনা তা পরিমাপ করার জন্য এই ধরণের প্রশ্ন করা হয়। মুখস্ত নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তব কাজের দক্ষতা ও প্রয়োগিক যোগ্যতা কতটুকু অর্জিত হয়েছে তার পরিমাপ করার জন্য প্রয়োগমূলক প্রশ্ন।

উদাহরণ-

- কটন কাপড়ে টাই-ডাই রং করার প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর।

৪. বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন

কোন ঘটনা ঘটার কারণ উৎঘাটন করা। যেমন- কোন ঘটনা কেন ঘটলো? কিভাবে ঘটলো? এই ধরণের প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের মনে জেগেছে কিনা? ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারে কি না? শিক্ষার্থীরা এসব প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম হয়েছে কিনা তা পরিমাপ করার জন্য এই ধরণের প্রশ্ন করা হয়।

উদাহরণ-

- কলকারখানার রাসায়নিক বর্জ্য আমাদের পরিবেশে কীরূপ প্রভাবে ফেলছে তা বিশ্লেষণ কর।

৫. সংশ্লেষণমূলক প্রশ্ন

সংশ্লেষণ বলতে বুঝায় কতিপয় তথ্য বিশ্লেষণ করে তা হতে মূল সমাধান উদ্ভাবন করা এবং এর উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ ধরণের প্রশ্নের উত্তর দিতে শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করতে হয়। বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান, মেধা, যোগ্যতা, প্রয়োগ দক্ষতা ও বিশ্লেষণ করার সক্ষমতা না থাকলে এই ধরণের প্রশ্নের সংশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তাই এটি গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল স্তর। এই স্তরের জন্য শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়ের উপর ভালো দখল থাকতে হবে। কারণ এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে একাধিক বিষয়বস্তুত সমন্বয় সাধন করে প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করতে হয়।

উদাহরণ-

- পোশাক সেলাইয়ের ত্রুটিগুলো উল্লেখপূর্বক প্রতিকারের উপায় বর্ণনা কর।

৬. মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন

এ ধরণের প্রশ্ন দ্বারা শিক্ষার্থীদের কোন বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা মূল্যায়ন ফলপ্রসু হয়েছে কিনা তা যাচাই করা হয়ে থাকে। এটি মূলত উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা। পাঠ্য বিষয়ের উপর যাদের সার্বিক বিষয়ে পরিস্কার ধারণা থাকে এবং পঠিত বিষয়ে সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল তারাই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। এ জাতীয় প্রশ্নে শিক্ষার্থীর নিজস্ব মতামত চাওয়া হয়। কোন ধারণা কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা উদাহরণের সাহায্যে বিচার বিশ্লেষণ করতে বলা হয়ে থাকে এবং নিদিষ্ট বিষয়ের উপর যুক্তিপূর্ণ সমস্যার কারণ ও প্রতিকার জানতে চাওয়া হয়। তাই সঠিক বিবেচনার মাধ্যমে উত্তর উপস্থাপন করতে হয়।

উদাহরণ-

- ডাইং কারখার রাসায়নিক বর্জ্য কিভাবে আমাদের পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে এর থেকে পরিত্রানের উপায় যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ কর।

পর্ব-গ: গঠনমূলক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের ধারণা

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম কীভাবে ঘটছে, কতটুকু ফলপ্রসূ হচ্ছে তা যুক্তিসংগত ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীদেরকে ফলাবর্তন প্রদান করতে হয়। গঠনমূলক এই মূল্যায়নের উপযুক্ত স্থান হচ্ছে শ্রেণিকক্ষ। এই মূল্যায়ন কোন কোর্স বা শ্রেণিকার্যক্রম চলাকালীন মূল্যায়ন যেটি মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ ধরণের কার্যক্রম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে।

অপরদিকে আবার কোন শিক্ষা কার্যক্রম শেষে একটি নিদিষ্ট সময় পর যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে সামষ্টিক মল্যায়ন বলা হয়। এই মূল্যায়নকে চূড়ান্ত বা প্রান্তিক মূল্যায়নও বলা হয়ে থাকে। সামষ্টিক মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের গ্রেড নির্ণয়, শিক্ষণ দক্ষতার বিচার, শিক্ষাক্রমের পর্যালোচনা, শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা নির্ণয়, শিক্ষণ কার্যকারিতা যাচাই এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি গঠনমূলক এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন সম্পর্কে আপনাদের ধারণা দিতে পেরেছি। এখন ২টি করে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো। আপনার আরো বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত করুন এবং পরে মূল শিখনীয় বিষয় হতে যাচাই করুন।

গাঠনিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য

গাঠনিক মূল্যায়ন	সামষ্টিক মূল্যায়ন
১. এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।	১. এটি শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের প্রান্তিক প্রক্রিয়া।
২. ভাল-মন্দ দিক বিচার বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীদের সংশোধণের সুযোগ তৈরি করে দেয়।	২. এটি সমগ্র পাঠ থেকে মূল্যায়ন করে ঐ পাঠ সমাপ্ত করে নতুন পাঠে এগিয়ে নিয়ে যায়।
৩.	৩.
৪.	৪.
৫.	৫.

চিত্র: ১২.২.১ (গাঠনিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের তালিকা)

পর্ব-ঘ: গঠনমূলক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের উপকরণ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, গঠনমূলক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাই এই ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপকণের প্রয়োজন। কারণ একই রকম পরিমাপক দ্বারা কখনই সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। নিচের তালিকায় প্রয়োজনীয় উপকরণ সংযুক্ত করুন এবং পরে মূল শিখনীয় বিষয়ের সাথে মিলিয়ে নিন।

- শ্রেণী পরীক্ষা
- এ্যাসাইনমেন্ট
- ওয়ার্কশপ
- সপ্তাহিক পরীক্ষা
- ----------
- ----------
- ----------ইত্যাদি

তালিকা: ১২.২.২ (গাঠনিক মূল্যায়নের উপকরণ)

সামষ্টিক মূল্যায়নের উপকরণ

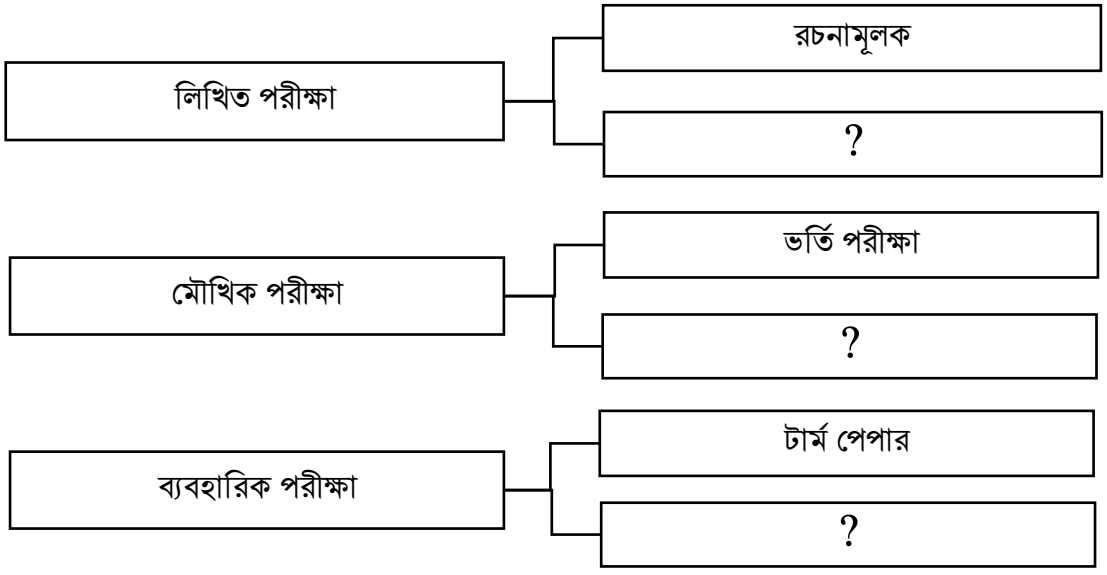

চিত্র: ১২.২.৩ (সামষ্টিক মূল্যায়নের উপকরণ)

মূল শিখনীয় বিষয়

টেক্সটাইল শিখনের মূল্যযাচাইয়ে ব্যবহৃত উপকরণের ব্যবহার এবং বিষয়বস্তুর আলোকে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও ধারাবাহিক মূল্যায়ণ

কৃতিত্ব ও কৃতিত্বের অভীক্ষা

কোন বিষয়ের শিক্ষনের দক্ষতা মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে পরিমাপ করাকে কৃতিত্ব বা পারদর্শিতা বলে। আর কৃতিত্বের অভীক্ষা এমন এক ধরনের পরিমাপক কৌশল যার দ্বারা কোন ব্যক্তির কোন বিশেষ কার্যসম্পাদনের দক্ষতা পরিমাপ করা হয়।

কৃতিত্ব অভীক্ষার শ্রেণিবিন্যাস

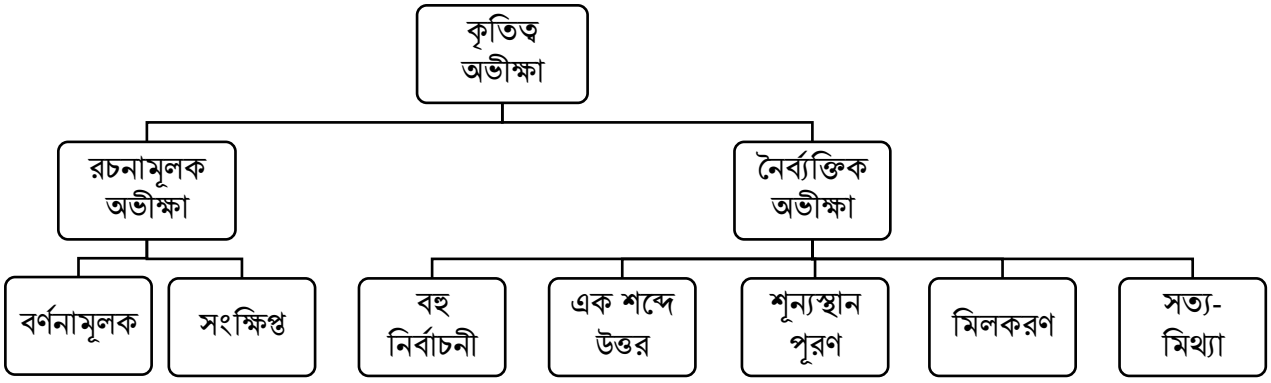

চিত্র: ১২.২.৩ (কৃতিত্ব অভীক্ষার শ্রেণিবিন্যাস)

রচনামূলক প্রশ্ন প্রণয়নের বিবেচ্য বিষয় সমূহ-

গ্রহণীয় নির্দেশনা	বর্জনীয় নির্দেশনা
• প্রশ্নের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হতে হবে।	• পাঠ্য বইয়ের মত হুবহু লেখা।
• সহজ থেকে কঠিন স্তরে প্রশ্ন করতে হবে।	• বাক্য যথাসম্ভব কঠিন করতে হবে।
• প্রশ্ন কতটুকু কঠিন হবে তা নির্ধারণ করতে হবে।	• জ্ঞান মূলক প্রশ্ন বেশি রাখতে হবে।
• শিক্ষার্থীর স্তর ও যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্ন করা।	• চিন্তা শক্তি বিকাশের সুযোগ না রাখা।
• প্রশ্নপত্রে বাছাইয়ের সুযোগ কম রাখা।	• অনেক গুলো বিকল্প প্রশ্ন রাখা।
• বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান মূল্যালয়নের প্রশ্ন রাখা।	• ইচ্ছে মত প্রশ্ন করা।
• প্রশ্নের মধ্যে থাকবে- বলতে পারবে, লিখতে পারবে, চিহ্নিত করতে পারবে, ব্যাখ্যা করতে পারবে, পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে, তালিকা তৈরি কর, উদাহরণ দিতে পারবে, বর্ণনা করতে পারবে, বিশ্লেষণ করতে পারবে, মূল্যায়ন করতে পারবে, নিরুপণ করতে পারবে, ছবি বা ডায়াগ্রাম অংকণ করতে পারবে, শ্রেণি বিভাগ করতে পারবে, সনাক্ত করতে পারবে, পর্যবেক্ষণ করতে পারবে, সারসংক্ষেপ করতে পারবে, মিল করতে পারবে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারবে, প্রয়োগ করতে পারবে ইত্যাদি।	• প্রশ্নের মধ্যে যা থাকবে না- জানতে পারবে, বুঝতে পারবে, জ্ঞান অর্জন করতে পারবে, অবহিত করতে পারবে, উপলব্দি করতে পারবে, শিখতে পারবে, দেখতে পারবে, প্রশংসা করতে পারবে, অনুভব করতে পারবে, ধারণা লাভ করতে পারবে, হৃহয়ঙ্গম করতে পারবে ইত্যাদি।

চিত্র: ১২.২.৭ (রচনামূলক প্রশ্ন প্রণয়নের বিবেচ্য বিষয়ের তালিকা)

শিক্ষা বিষয়ক মনোবিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ব্লুম শিক্ষার্থীর নৈপুণ্যের স্তরভিত্তিক পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস অনুযায়ী ছয়টি চিন্তাস্তরের আলোকে রচনামূলক প্রশ্ন প্রণয়ন-

১. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

ক. টেক্সটাইল এর সংজ্ঞা লিখ?

খ. কখন বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের কার্যক্রম শুরু করে?

গ. লিঙ্গভেদে পোশাক কত প্রকার ও কী কী?

২. অনুধাবনমুলক প্রশ্ন

ক. সেলাই ও সীমের মধ্যে তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য লিখ।

খ. কাপড় কাটার মেশিনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. সেলাই মেশিন ব্যবহারের গুরুত্ব লেখ।

৩. প্রয়োগমূলক প্রশ্ন

ক. থ্রি থ্রেড ওভারলক মেশিনের থ্রেডিং সিকুইয়েন্স চিত্রসহ বর্ণনা কর।

খ. চিত্রসহ পেটিকোট সেলাইয়ের ফ্লো-চার্ট বর্ণনা কর।

গ. পোশাক ফিনিশিং এর বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৪. বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন

ক. পোশাক শিল্প কারখানায় দুর্ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ করে প্রতিকারের উপায়গুলো উল্লেখ কর।

খ. পোশাক শিল্পের কাপড় কাটার সময় কী কী সমস্যা হতে পারে এবং তার প্রতিকারের উপায়গুলো লিখ।

গ. মার্কার তৈরির গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের নাম উল্লেখ করে তাদের কাজের বিবরণ দাও।

৫. সংশ্লেষণমূলক প্রশ্ন

ক. কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষের কারণগুলো উল্লেখ করে প্রতিকারের উপায়গুলো উল্লেখ কর।

খ. পোশাক সেলাইয়ের সময় আমাদের কী কী সর্তকতা অবলম্বন করতে হয় তা উল্লেখ কর।

গ. পোশাকের কাঁচামালের ত্রুটিগুলো উল্লেখপূর্বক প্রতিকারের পদক্ষেপগুলো বিবরণ দাও।

৬. মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন

ক. কটন ও সিনথেটিক সুতার মধ্যে পার্থক্য লিখ।

খ. পোশাকের কর্তিত অংশের শর্টিং, নাম্বারিং ও বান্ডেলিং কেন করা হয়?

গ. পোশাক শিল্পে ফিনিশিং এর গুরুত্ব আলোচনা কর।

মূল্যযাচাইয়ের উদ্দেশ্য

১. দক্ষতার মাত্রা নির্ধারণ করা;

২. ব্যবহারিক ও বাস্তব কাজে উৎসাহিত করা;

৩. আচরণগত পরিবর্তন সম্পর্কে পরিমাপ করা;

৪. সবল ও দূর্বল শিক্ষার্থী চিহ্নিত করা ব্যবস্থা গ্রহন করা;

৫. শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ চিহ্নিত করা;

৬. পাঠ গ্রহণের পরিমাণ নির্ধারণ করা;

৭. পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা;

৮. শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখা;

৯. তাত্বিক বিষয়ের সাথে ব্যবহারিকের সমন্বয় সাধন করা;

১০. শিক্ষাপকরণের মান উন্নয়ন ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা;

১১. পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির মূল্যায়ন করা;

১২. পাঠোন্নতির পর্যায় নির্ধারণ করা;

১৩. পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

১৪. সর্বপরি দক্ষ মানব সম্পদ গঠনে ব্যবহারিক কাজের দূর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে প্রতিকারের ব্যবস্থা করা।

গঠনমূলক মূল্যায়ন ও সামষ্টিক মূল্যায়নের ধারণা

- **গঠনমূলক মূল্যায়ন (Formative Assessment)**

'From' থেকে Fromative শব্দের উৎপত্তি। Form অর্থ গঠন করা বা তৈরি করা। শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান, পদ্ধতি, কৌশল ইত্যাদির কার্যকারিতা যাচাই করে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন বা কার্যক্রমের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে গঠনমূলক মূল্যায়ন বলে। এ ধরণের মূল্যায়ন ধারাবাহিক ভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চলে। অর্থাৎ পাঠ চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীর অর্জন ও অগ্রগতি যাচাই করাই হলো গাঠনিক বা ধারাবাহিক মূল্যায়ন।

রথ সুটন (Ruth Sutton) এর মতে, "গঠনমূলক মূল্যায়ন হল আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত একটি চলমান প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য ও সাক্ষ্য বিবেচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়"।

পেইজ থমাস (Page Thomas) এর মতে, "গাঠনিক মূল্যযাচাই ব্যবস্থায় প্রয়োগকৃত অভীক্ষার ফলাফল থেকে তথ্যের ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখন ব্যবস্থাকে উন্নত করা যায় বা যা শিক্ষণ পদ্ধতির কার্যকারিতা ও সর্বোচ্চ শিখন প্রতিবন্ধকতার চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম, তাকে গাঠনিক মূল্যযাচাই বলে"।

গঠনমূলক মূল্যায়নের প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে শ্রেণিকক্ষ। যেমন- পাঠ চলাকালীন ছোট ছোট প্রশ্ন করা বা মৌখিক অভিক্ষা, শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালীন একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, বাড়ির কাজ, কুইজ, চেক লিস্ট ইত্যাদি।

- **সামষ্টিক বা চূড়ান্ত মূল্যায়ন (Summative Assessment)**

শিক্ষাবর্ষের শেষে বা মাঝামাঝিতে বা সাময়িক পাঠদান প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর শিক্ষার্থী কী কী যোগ্যতা অর্জন করল তা যাচাইয়ের জন্য যে মূল্যায়ণ করা হয় তাকে সামষ্টিক মূল্যায়ন বলে। অর্থাৎ সামষ্টিক মূল্যায়ন হলো সেমিস্টার বা সাময়িক পরীক্ষা বা বার্ষিক পরীক্ষা বা পাবলিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন।

আর.এন প্যাটেলের মতে, "কোন কর্মকান্ড সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও সর্বশেষ মূল্যায়ন বা সিদ্ধন্ত কে সামষ্টিক মূল্যায়ন বলে"। সামষ্টিক মূল্যায়ন এর উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে- শিখন দক্ষতা বিচার, শিক্ষাক্রমের পর্যলোচনা, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন, শিক্ষণ পদ্ধতির কার্যকারিতা যাচাই ও গ্রেড বা চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয় প্রভৃতি কাজ গুলো করা।

গঠনমূলক মূল্যায়নে ব্যবহৃত উপকরণ

১. শ্রেণির কাজ;
২. শ্রেণি পরীক্ষা;
৩. সাপ্তাহিক পরীক্ষা;
৪. মাসিক পরীক্ষা;
৫. ত্রৈমাসিক পরীক্ষা;
৬. ষান্মাসিক পরীক্ষা;
৭. শ্রেণিকক্ষে মৌখিক প্রশ্ন;
৮. টার্ম পেপার;
৯. অ্যাসাইমেন্ট;
১০. রেটিং স্কেল;
১১. চেক লিস্ট;
১২. বিতর্ক ও আলোচনা সভা;
১৩. কিউমুলেটিভ রেকর্ড;
১৪. প্রতিফলনমূলক ডায়েরী;
১৫. ব্যবহারিক কাজ ইত্যাদি।

সামষ্টিক মূল্যায়নে ব্যবহৃত উপকরণ

সামষ্টিক মূল্যায়নে সাধারণত কারিগরি শিক্ষাবোর্ড মধ্যবর্ষ ও সেমিস্টার/বর্ষ ফাইনাল দুইটি পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। মধ্যবর্ষ ও সেমিস্টার/বর্ষ ফাইলনার পরীক্ষার নম্বর যোগ করে চুড়ান্ত ফলাফল প্রদান করা হয়। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় কোন প্রকার নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা গ্রহন করা হয় না। সকল পরীক্ষা আমরা তিন ভাগে হয়ে থাকে। যথা-

১. লিখিত (রচনামূলক অভিক্ষা)
   - কাঠামো বদ্ধ প্রশ্ন (গণিত এবং সকল ট্রেড বিষয় কাঠামো বদ্ধ);
   - সৃজনশীল প্রশ্ন।
২. মৌখিক
   - ভর্তি পরীক্ষা বা এ জাতীয় কোন পরীক্ষা;
   - পাবলিক পরীক্ষাক।
৩. ব্যবহারিক
   - মধ্যবর্ষ বা অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা;
   - পাবলিক পরীক্ষা/ চুড়ান্ত বার্ষিক পরীক্ষা/ ফাইনাল পরীক্ষা।

এছাড়া নির্দিষ্ট সময়ান্তে অ্যাসাইনমেন্ট, টার্ম পেপার বা কিউমুলেটিভ রেকর্ড সামষ্টিক মূল্যায়ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব-ঘ

গঠনমূলক মূল্যায়নের উপকরণ

- শ্রেণী পরীক্ষা;
- শ্রেণি কাজ;
- এ্যাসাইনমেন্ট;
- রেটিং স্কেল;
- ওয়ার্কশপ;
- বিতর্ক সভা;
- সপ্তাহিক পরীক্ষা;
- টার্ম পেপার;
- মাসিক পরীক্ষা;
- প্রতিফলন ডায়েরী ইত্যাদি।

সামষ্টিক মূল্যায়নের উপকরণ

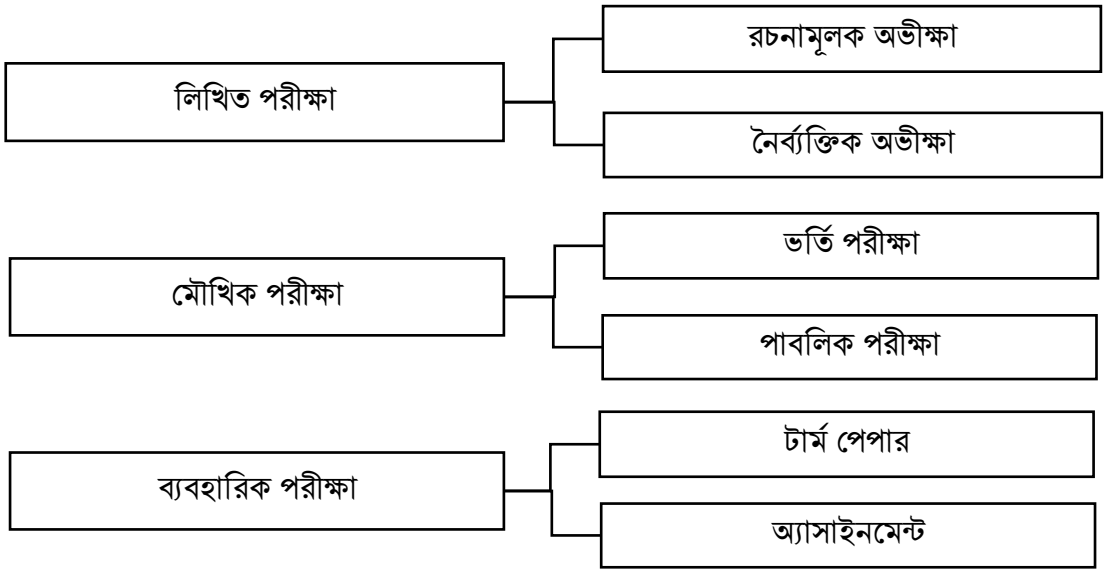

সারসংক্ষেপ:

শিক্ষার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর জীবনের সার্বিক বিকাশ ঘটে। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদান করেন। শিক্ষাদান করতে গেলে শুধু পাঠ্যবই যথেষ্ট নয়। তার জন্য আর কিছু আনুসঙ্গিক উপদানের দরকার হয়। তেমনি ভাবে শিক্ষক শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়বস্তু ও শিক্ষণ পদ্ধতিতে পারদর্শী হলেই চলবে না তাদেরকে শিক্ষণ শিখনের উদ্দেশ্য ও শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন উপকরণ তৈরি করা ও তা ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। আমরা জানি মূলত শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি পরিমাপের জন্য মূল্যাযাচাই ব্যবহার করা হয়। শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা বা দৃষ্টিভঙ্গি পরিমাপের জন্য আমরা অভীক্ষা তৈরি করে থাকি। শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে তাদের পঠিত বিষয়ে কতটুকু দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে তা জানার জন্য বিভিন্ন ধরণের অভীক্ষা বা প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়। এসব অভীক্ষাকে বলা হয় কৃতিত্ব অভীক্ষা (Achievement Test)। প্রধানত কৃতিত্ব অভীক্ষা দুইধরনের হয়। যথা- ১. রচনামূলক অভীক্ষা বা প্রশ্ন এবং ২. নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা বা প্রশ্ন। উভয় প্রকারের মধ্যে আবার একাধিক ধরণ রয়েছে। প্রশ্নের মাধ্যমে কিভাবে এসব স্তর থেকে কৃতিত্ব যাচাই বা পরিমাপ করা যায় তা আমরা SMART ধারণার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি। শিক্ষা বিষয়ক মনোবিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ব্লুম শিক্ষার্থীর নৈপুণ্যের স্তরভিত্তিক পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস ব্যাখ্যা করেছেন। যা তিনি ছয়টি চিন্তাস্তরের মাধ্যমে চিহ্নিত করেছিলেন তা নিম্নরূপ- ১. জ্ঞানমূলক প্রশ্ন, ২. অনুধাবনমূলক ৩. প্রয়োগমূলক প্রশ্ন, ৪. বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন, ৫. সংশ্লেষণমূলক প্রশ্ন, ৬. মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন প্রভৃতি। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম কীভাবে ঘটছে, কতটুকু ফলপ্রসূ হচ্ছে তা যুক্তিসংগত ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীদেরকে ফলাবর্তন প্রদান করতে হয়। গঠনমূলক এই মূল্যায়নের উপযুক্ত স্থান হচ্ছে শ্রেণিকক্ষ। এই মূল্যায়ন কোন কোর্স বা শ্রেণিকার্যক্রম চলাকালীন মূল্যায়ন যেটি মূল্যযাচাইয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ ধরণের কার্যক্রম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে। মূল্যযাচাইয়ের কিছু নিদিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। যেমন- দক্ষতার মাত্রা নির্ধারণ করা, ব্যবহারিক ও বাস্তব কাজে উৎসাহিত করা, আচরণগত পরিবর্তন সম্পর্কে পরিমাপ করা, সবল ও দূর্বল শিক্ষার্থী চিহ্নিত করা ব্যবস্থা গ্রহন করা, শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ চিহ্নিত করা ইত্যাদি। গঠনমূলক মূল্যায়ন (Formative Assessment) হচ্ছে 'From' থেকে Fromative শব্দের উৎপত্তি। Form অর্থ গঠন করা বা তৈরি করা। শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান, পদ্ধতি, কৌশল ইত্যাদির কার্যকারিতা যাচাই করে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন বা কার্যক্রমের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য যে মূল্যায়ন করা হয় এবং সামষ্টিক বা চূড়ান্ত মূল্যায়ন (Summative Assessment) হচ্ছে শিক্ষাবর্ষের সাময়িক পাঠদান প্রক্রিয়ায়, মাঝামাঝিতে বা শেষে শিক্ষার্থী কী কী যোগ্যতা অর্জন করল তা যাচাইয়ের জন্য যে মূল্যায়ন করা হয় তাই সামষ্টিক মূল্যায়ন। উভয় মূল্যায়নের গুরুত্ব পরিসীম।

মূল্যায়ন:

১. টেক্সটাইল শিখনে একজন SMRAT শিক্ষকের ভূমিকা কীরূপ হতে হবে? ২. টেক্সটাইল শিক্ষায় প্রশ্ন প্রণয়ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন। ৩. গাঠনিক মূল্যায়ন ও প্রান্তিক মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করুন। ৪. মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উপকরণের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন। ৫. রচনামূলক প্রশ্ন প্রণয়নে গ্রহণীয় ও বর্জনীয় দিকগুলো উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করুন।	**উত্তর:** ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

পরবর্তী অধিবেশনের প্রস্তুতি:

আমরা "**পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিক্ষণ-শিখনে মূল্যযাচাই পত্রের ব্যবহার**" নিয়ে আলোচনা করবো।

তথ্য সূত্র:

1. এনসিটিবি: http://bitly.ws/9Yft এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম নবম-দশম শ্রেণির সকল ট্রেড বই সমূহ।
2. Link: http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/SOE/BEd/edbn2525/Unit-07.pdf
3. Link: http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/SOE/MEd/edm_1403/Unit-09.pdf
4. Link: http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/SOE/BEd/edbn2524/Unit-06.pdf

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিক্ষণ-শিখনে মূল্যযাচাই পত্রের ব্যবহার

ভূমিকা

শ্রেণি কার্যক্রমে পাঠকে ফলপ্রসূ করতে পাঠ পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই পাঠ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পাঠ পরিকল্পনায় মূল্যাযাচাই পত্রের ব্যবহার শিখনকে বাস্তবমূখী করে তোলে। তাই প্রথমে মূল্যযাচাই পত্রের ধারণা থাকা আবশ্যক। এরপর মূলযাচাই পত্র ব্যবহারের গুরুত্ব উপলব্দি করতে হবে, সাথে সাথে মূল্যযাচাই পত্রের ব্যবহারের যৌক্তিকতার মাত্রা নির্ধারণ করা শিখতে হবে। এ কাজগুলো যখন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন তখন আপনি নিশ্চিত হবেন যে এরপর আপনি আপনার প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী মূল্যযাচাই পত্রের ব্যবহার যথাযথ নিশ্চিত হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি...

- মূল্যযাচাই পত্র কী তা বলতে পারবেন;
- মূল্যযাচাই পত্র ব্যবহারের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- মুল্যযাচাই পত্র ব্যবহারের যৌক্তিকতার মাত্রা নিরূপন করতে পারবেন;
- পাঠ পরিকল্পনায় মূল্যযাচাই পত্র ব্যবহার করতে পারবেন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

চার্ট, মডেল, ফ্লো-চার্ট, ডাটা সীট, প্রশ্ন পত্র, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, ভিডিও কনটেন্ট ইত্যাদি।

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনার স্বশিক্ষনের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সুবিধামত পোশাক তৈরি শিক্ষণে পোশাকের প্যাটার্ন তৈরির নিয়মের অধিবেশনের সবগুলো কর্মপত্রের কাজ করবেন। মূল শিখনীয় বিষয় একাধিকবার পড়বেন। প্রয়োজনে সুবিধামত সময়ে অন্যান্য সহপাঠীদের নিয়ে প্রশিক্ষকের সাথে কঠিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন।

প্রিয় প্রশিক্ষক বা টিউটর মহোদয়কে সেশনের পূর্বদিন কেন্দ্রের ওয়ার্কশপের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এনে ব্যবহারিক কাজ পরিচালনা করার সকল প্রস্তুতি নিতে হবে। কিংবা কর্মপত্রের নিদিষ্ট সংখ্যক প্যাটার্ন পেপার গ্রুপ কাজ করার প্রস্তুতি রাখতে হবে।

পর্ব-ক: মূল্যযাচাই পত্র

প্রশিক্ষক পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট মূল্যযাচাই পত্র বলতে কী বোঝায় তা জানতে চাইবেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ এককভাবে যথাসম্ভব উত্তর প্রদানে সচেষ্ট হবে। প্রশিক্ষক সহযোগীতা করবেন।

পর্ব-খ: মূল্যযাচাই পত্র ব্যবহারের গুরুত্ব

শিক্ষক/ প্রশিক্ষক কর্মপত্রে ফটোকপি দিবেন। আপনারা কর্মপত্রের নির্দেশনা অনুসারে এককভাবে কর্মসম্পাদন করে উপস্থাপন করবেন। প্রয়োজনে প্রশিক্ষক কার্যপ্রণালী বুঝিয়ে দিবেন। কর্মপত্রের মাধ্যমে সহজে একজন প্রশিক্ষণার্থীর মনোভাব ও অগ্রগতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন।

পর্ব-গ: পাঠ পরিকল্পনায় মূল্যযাচাই পত্র ব্যবহার

প্রশিক্ষক ৫০ মিনিট সময় উপযোগী একটি পাঠ পরিকল্পনা প্রশিক্ষনার্থীদের দলগত ভাবে তৈরি করতে বলবেন। পাঠ পরিকল্পনার তিনটি অংশ থাকে। যথা- ১. প্রস্তুতি/ পাঠ সূচনা; ২. উপস্থাপন/ শিখন শেখানো কার্যক্রম; ৩. মূল্যায়ন। পরিকল্পনায় শ্রেণির কাজ, ব্যবহারিক কাজ এবং দলগত কাজের মূল্যযাচাই পত্র থাকবে। প্রশিক্ষণার্থীরা দলীয় কাজ পোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণিকক্ষে চার্ট/ প্রদর্শন বোর্ডে টানিয়ে উপস্থাপন করবেন এবং সকল দলের সাথে পারস্পরিক আলোচনা ও ফিডব্যাক দিবেন। প্রশিক্ষক সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

পর্ব-ঘ: উন্মুক্ত আলোচনা ও সারাংশকরণ

প্রশিক্ষক উপরোক্ত পর্বসমূহের শিখনফল আলোচনা করবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের কোন প্রশ্ন থাকলে তার সহযোগিতামূলক যথাযথ জবাব দিবেন এবং পুরো আলোচনার সারাংশ করে ফিডব্যাক দিবেন।

ফিডব্যাক/মূল্যায়নের জন্য

প্রশিক্ষণার্থীরা গাঠনিকভাবে নিম্নোক্তরূপে নিজেদের মূল্যায়িত করতে পারবেন-

- নিদিষ্ট কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারা।
- নিদিষ্ট সময়ে সম্পাদন করতে পারা।
- আলোচনায় অংশগ্রহনের পরিমাণ নির্ণয়।
- বিভিন্ন মানের প্রশ্ন করতে পারার দক্ষতা নিরূপণ।
- উত্তরদানের সঠিকতা যাচাই করতে পারার দক্ষতা।
- পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের দক্ষতা যাচাই।

নির্দেশিত কাজ প্রদান:

সময়- ০৫ মিনিট

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের ‘নির্দেশিত কাজ-১২.৩.১’ প্রদান করবেন।

(বি.দ্র: এই অধিবেশনের শেষে দেখুন।)

কর্মপত্র-১২.৩.১ (মূল্যযাচাই পত্রের যৌক্তিকতা)

নিচের তালিকায় মূল্যযাচাই পত্র ব্যবহারের কিছু কারণ দেয়া আছে। কারণগুলো গুরুত্ব অনুসারে তালিকার ডান পাশে পয়েন্ট প্রদান করুন। পয়েন্ট পরিসর হবে গুরুত্বের ক্রমানুসারে- ৩, ২, ১। অতিগুরুত্বপূর্ণ ৩, তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ হলে ২ এবং সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ হলে ১ প্রদান করুন।

শিক্ষার্থীদের মূল্যযাচাইয়ে মূল্যযাচাই পত্রের ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ কারণ-

ক্রম নং	মূল্যযাচাই পত্রের যৌক্তিক কারণ	পয়েন্ট প্রদানে টিক √ দিন		
১.	পরিকল্পিত ছক অনুযায়ী নম্বর প্রদান সম্ভব হয়।	৩	২	১
২.	বিষয়ের গুণগত মানের তারতম্য থাকার কারণে মূল্যযাচাই সঠিক হয়।	৩	২	১
৩.	শিক্ষার্থীদের সবল দিক ও দূর্বল দিক চিহ্নিত করা যায়।	৩	২	১
৪.	পক্ষপাতহীনভাবে নম্বর প্রদান করা সম্ভব হয়।	৩	২	১
৫.	শিক্ষার্থীর সম্পর্কে সার্বিক সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।	৩	২	১
৬.	গঠনমূলক ও সামষ্টিক মূল্যযাচাই উভয়েরই রেকর্ড সংরক্ষণ সম্ভব হয়।	৩	২	১
৭.	শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক মেধার পার্থক্য নিরূপণ করা সম্ভব হয়।	৩	২	১
৮.	শিক্ষার্থী আচরণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।	৩	২	১
৯.	শিক্ষার্থীর বিশেষ অনুরাগের দিকগুলো চিহ্নিত করা যায়।	৩	২	১
১০.	শিক্ষক সচেতন হন এবং শিক্ষণ পরিকল্পনার উন্নয়ন করতে পারেন।	৩	২	১
১১.	শিক্ষার্থীর সমস্যা সমস্যা সম্পর্কে ধারণা দেয়।	৩	২	১
১২.	মূল্যযাচাই প্রক্রিয়া বিজ্ঞান সম্মত।	৩	২	১
১৩.	শিক্ষার্থীর মেধার বিকাশের মাত্রা নির্ধারণ করা যায়।	৩	২	১
১৪.	নতুন নতুন পরিবেশের অন্তভূক্ত করা সম্ভব হয়।	৩	২	১
১৫.	দূর্বল মেধার শিক্ষার্থীদের আলাদা করে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া যায়।	৩	২	১

কর্মপত্র-১২.৩.১ (মূল্যযাচাই পত্রের যৌক্তিকতা)

মূল শিখনীয় বিষয়

পরিকল্পনা প্রণয়নে মূল্যযাচাই পত্রের ব্যবহার

মূল্যযাচাই পত্রের ধারণা

শিক্ষার্থীর শ্রেণি অভীক্ষা, শ্রেণীর কাজ ও ব্যবহারিক কাজ, বাড়ির কাজ, নির্ধারিত কাজ, মৌলিক উপস্থাপনা, দলগত কাজ ইত্যাদি মূল্যায়নের জন্য পরিকল্পিতভাবে যে রেকর্ড সংরক্ষণ ছক ব্যবহার করা হয় তাকে মূল্যযাচাই পত্র বলে।

মূল্যযাচাই পত্র ব্যবহারের যৌক্তিকতা

১. পরিকল্পিত ছক অনুযায়ী নম্বর প্রদান সম্ভব হয়।
২. বিষয়ের গুণগত মানের তারতম্য থাকার কারণে মূল্যযাচাই সঠিক হয়।
৩. শিক্ষার্থীদের সবল দিক ও দূর্বল দিক চিহ্নিত করা যায়।
৪. পক্ষপাতহীনভাবে নম্বর প্রদান করা সম্ভব হয়।
৫. শিক্ষার্থীর সম্পর্কে সার্বিক সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।
৬. গঠনমূলক ও সামষ্টিক মূল্যযাচাই উভয়েরই রেকর্ড সংরক্ষণ সম্ভব হয়।
৭. শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক মেধার পার্থক্য নিরূপণ করা সম্ভব হয়।
৮. শিক্ষার্থী আচরণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।
৯. শিক্ষার্থীর বিশেষ অনুরাগের দিকগুলো চিহ্নিত করা যায়।
১০. শিক্ষক সচেতন হন এবং শিক্ষণ পরিকল্পনার উন্নয়ন করতে পারেন।
১১. শিক্ষার্থীর সমস্যা সমস্যা সম্পর্কে ধারণা দেয়।
১২. মূল্যযাচাই প্রক্রিয়া বিজ্ঞান সম্মত।
১৩. শিক্ষার্থীর মেধার বিকাশের মাত্রা নির্ধারণ করা যায়।
১৪. নতুন নতুন পরিবেশের অন্তভূক্ত করা সম্ভব হয়।
১৫. দূর্বল মেধার শিক্ষার্থীদের আলাদা করে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া যায়।

পাঠ পরিকল্পনা মূল্যযাচাই পত্রের ব্যবহার

মূল্যযাচাই পত্রের ব্যবহারসহ একটি পাঠপরিকল্পনা নিচে দেয়া হল-

পাঠ পরিকল্পনা নং-০১

পরিচিতি					
বিদ্যালয়ের নাম	:	কুমিল্লা সরকারি টিটিসি	বিষয়	:	ড্রেস মেকিং-২
প্রশিক্ষণার্থীর নাম	:	পলাশ কান্তি মজুমদার	শ্রেণি	:	নবম
আইডি নং	:	১৮-২-০২-৬৮০-১৫৩	পাঠের বিষয়	:	কাটিং মেশিন
শিক্ষাবর্ষ	:	২০১৮	অধ্যায়	:	তৃতীয়
শিক্ষার্থী সংখ্যা	:	৪০ জন	পৃষ্ঠা নং	:	২৯
তারিখ	:	২৫/০৩/২০২০ খ্রি.	সময়	:	৫০ মিনিট

মূল পাঠ পরিকল্পনা

শিখনফল	শিখন-শেখানো কার্যক্রম	মূল্যায়ন ০৫ মি.	সহায়ক উপকরণ
পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা... ১. কাটিং মেশিন কী বলতে পারবে; ২. কাটিং মেশিনের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবে; ৩. কাটিং মেশিনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবে; ৪. কাটিং মেশিনের কার্যাবলীর বিবরণ দিতে পারবে।	**পাঠ প্রস্তুতি:** ০৫ মি. ● বিভিন্ন কাটিং মেশিনের চিত্র প্রদর্শণ করবো এবং তার মাধ্যমে শিখনফল বের করে আনবো। **পাঠ উপস্থাপনা:** ২০ মি. ● কাটিং মেশিন দেখিয়ে এর কার্যক্রম ব্যবহারিক ভাবে দেখাবো। মেশিন না থাকলে কাটিং প্রক্রিয়ার একটি ভিডিও প্রদর্শণ করবো।	**প্রশ্ন:** ● কাটিং মেশিন কী? ● কাটিং মেশিন কত প্রকার ও কি কি? ● কাটিং মেশিন কেন ব্যবহার করা হয়? ● স্ট্রেইট নাইফ কাটিং মেশিনের নাইফের দৈর্ঘ্য কত?	● কাটিং মেশিন ● মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ● ইন্টারনেট সংযোগ বা মডেম/ ওয়াই-ফাই ● পোস্টার পেপার ● মার্কার পেন ● বিভিন্ন প্রকার কাটিং মেশিনের ছবি ইত্যাদি।
	কাজ: মোট সময়: ১৩ মি.	**চিন্তনমূলক শ্রশ্ন:** ০৫ মি.	**বাড়ির কাজ:** ২মি.
	একক কাজ: ০৩ মি. ● কাটিং প্রকারভেদ লিখ। **দলগত কাজ:** ০৫ মি. ● দলে বিভক্ত হয়ে কাটিং মেশিনের সাহায্যে কাপড় কেঁটে দেখাও। কাটিং মেশিন না থাকলে প্রদর্শিত ভিডিও এর আলোকে কার্যবলীর বর্ণনা কর। **দলগত কাজ উপস্থাপন:** ০৫ মি. ● দলের একজন উপস্থাপন করবে। **ফিডব্যাক:** প্রশিক্ষক ফিডব্যক প্রদান করবেন।	● স্ট্রেইট নাইফ ও ব্যান্ড নাইফ কাটিং মেশিনের মৌলিক পার্থক্য গুলো বল/লিখ। ● কাটিং মেশিনের সাথে সময়ের কী সম্পর্ক রয়েছে?	● দক্ষ কাটিং সেকশন বদলে দিতে পারে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যাখ্যা কর?
অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়:		**শিক্ষকের আত্ম প্রতিফলন:**	

কর্মপত্র-১২.৩.২ (পাঠ পরিকল্পনা)

শিক্ষার্থী মূল্যায়নে মূল্যযাচাই পত্রের ব্যবহার

পাঠদান চলাকালীন সময়ে মোট সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে সাথে রাখা মূল্যযাচাই পত্র বা ছকসমূহের এক বা একাধিকবার ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করতে হবে।

শ্রেণিকাজের মূল্যায়ন ছক

শিক্ষার্থীর নাম	মূল্যায়ন নির্দেশক												সম্মিলিত ফলাফল							
	বিষয়বস্তুর সঠিকতা			শিখনের আগ্রহ			উপস্থাপনা			উত্তর প্রদানের গভীরতা			সার সংক্ষেপণ			পয়েন্ট			মোট	ধারাবাহিক মূল্যায়ন নম্বর
	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১	১২	৫
ক																				
খ																				

৩= অতি উত্তম, ২= উত্তম, ১= ভাল

কর্মপত্র-১২.৩.৩ (শ্রেণি কাজের মূল্যায়ন ছক)

ব্যবহারিক কাজের মূল্যযাচাই পত্রের ছক

শিক্ষার্থীর নাম	মূল্যায়ন নির্দেশক												সম্মিলিত ফলাফল							
	নির্দেশনা অনুকরণ			উপকরণ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার			পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ দক্ষতা			সিদ্ধান্ত গ্রহণ			সার সংক্ষেপণ			পয়েন্ট			মোট	ধারাবাহিক মূল্যায়ন নম্বর
	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১	১২	৫
ক																				
খ																				

৩= অতি উত্তম, ২= উত্তম, ১= ভাল

কর্মপত্র-১২.৩.৪ (ব্যবহারিক কাজের মূল্যায়ন ছক)

দলগত কাজের মূল্যযাচাই ছক

শিক্ষার্থীর নাম	মূল্যায়ন নির্দেশক												সম্মিলিত ফলাফল							
	নির্দেশনা অনুকরণ			উপকরণ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার			পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ দক্ষতা			সিদ্ধান্ত গ্রহণ			সার সংক্ষেপণ			পয়েন্ট			মোট	ধারাবাহিক মূল্যায়ন নম্বর
	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১	৩	২	১	১২	৫
দল-ক																				
দল-খ																				

৩= অতি উত্তম, ২= উত্তম, ১= ভাল

ধারাবাহিক মূল্যায়ন নম্বর: ১১- ১২= ৫; ৯- ১০= ৪; ৭- ৮= ৩; ৫- ৬= ২; ৩- ৪= ১

চিত্র: কর্মপত্র-১২.৩.৫ (দলগত কাজের মূল্যায়ন ছক)

বি.দ্র: মূল্যায়ন নির্দেশিকার সংখ্যা প্রয়োজনে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

পরিশেষে ঘন্টা বাজার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে উপকরণ গুছিয়ে নিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করবো। শিক্ষকের কমন রুমে আসার পর শ্রেণিকক্ষে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে ছিলো কিনা বা শ্রেণিতে কোন বিশৃঙ্খলা হয়েছিলো কিনা আমরা তা ডায়েরীতে লিখে রাখবো।

একটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ কাজ

শিক্ষার্থী-শিক্ষক হিসেবে আপনি শ্রেণি পাঠদানের পর আপনার ডায়েরীতে লিখে রাখুন। প্রকৃতপক্ষে একজন শিক্ষকের পক্ষে একটি ক্লাসে তিনটি মূল্য যাচাই পত্র পূরণ করা সম্ভব কিনা? যদি আপনি সত্যিকার অর্থে কাজটি করে থাকেন তাহলে লিখুন প্রত্যেকটির জন্য আপনার কি পরিমাণ সময় লেগেছে।

নির্দেশিত কাজ-১২.৩.১ (শিক্ষণে মূল্যযাচাই পত্রের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ)

লক্ষ্য: সতীর্থ শিক্ষণে মূল্যযাচাই ব্যবহার পর্যবেক্ষণ।

সংগঠন ও পদ্ধতি

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যানুপাতে দল গঠন করবেন সেখানে প্রতিটি দলে ৫ জন প্রশিক্ষণার্থী থাকবেন। প্রতিটি দলে একজন দলনেতা থাকবেন। দলনেতা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কাজ ঠিক করে নিবেন। কাজ শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা কাজের লিখিত রিপোর্ট প্রশিক্ষকের নিকট জমা দিবেন।

কাজের ধারা

১. শ্রেণি মূল্যায়নে মূল্যযাচাই পত্র তৈরি

টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে

বাড়িতে বসে স্বশিক্ষণ পদ্ধতিতে কাজ করার ক্ষেত্রে আপনি প্রত্যেকটি পদক্ষেপ মনোযোগ সহকারে করবেন। নিচের নির্দেশনা অংশটি পড়ুন এবং দেখুন মোট কয়টি পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে; এর মধ্যে শুধু শেষের স্বশিক্ষণের ক্ষেত্রে সম্ভব হবে না।

প্রশিক্ষণার্থীরা দলগতভাবে ৯ম ও ১০ম ভোকেশনাল শ্রেণির ড্রেস মেকিং বিষয়ের একটি বিষয়বস্তু নির্বাচন করবেন। দলের প্রতিটি সদস্য উক্ত বিষয়ের উপর ১০- ১৫ মিনিট উপযোগী একটি পাঠ পরিকল্পনা পৃথক পৃথক ভাবে তৈরি করবেন। এরপর প্রত্যেকেই উক্ত পাঠ পরিকল্পনা উপযোগী পরিমাপযোগ্য মূল্যায়ন নির্দেকসমূহ মূল্যাযাচাই পত্রে অর্ন্তভূক্ত করবেন এবং দলনেতার নেতৃত্বে আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধন করবেন। পাঠপরিকল্পনার উদ্দেশ্য উল্লেখ করতে হবে।

২. মূল্যযাচাই পত্রের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ

দলের সদস্যরা প্রত্যেকেই দলের অন্যান্যদের সামনে পাঠ উপস্থাপন করবেন। পাঠ উপস্থাপনের সময় উপস্থাপক পরিকল্পিত ভাবে মূল্যযাচাই পত্র ব্যবহার করবেন। দলের অন্যান্য সদস্যগণ তার পাঠদান শেষে মূল্যযাচাই পত্রের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করে সে সম্পর্কে লিখিত ও মৌখিক ফলাবর্তন দেবেন। পাঠ উপস্থাপক নিজেও তার মূল্যযাচাই পত্রের ব্যবহার দক্ষতার সবলতা বা দূর্বলতা সম্পর্কে আত্ম সমালোচনা করবেন। এরপর দলের অন্য সদস্যরা একইভাবে পাঠ উপস্থাপন করবেন এবং ফলাবর্তন গ্রহন করবেন এবং সকল দলের সদস্যগণ আলোচনার মাধ্যমে মূল্যযাচাই পত্রের ব্যবহার দক্ষতা সম্পর্কে মতবিনিময় করবেন।

৩. শিক্ষণে মূল্যযাচাই পত্রের ব্যবহার দক্ষতার প্রতিফলনমূলক প্রতিবেদন

এই অংশে প্রশিক্ষণার্থীরা প্রত্যেকেই তাদের পাঠ উপস্থাপনে আত্ম সমালোচনামূলক প্রতিফলন, অন্যান্য সদস্যদের মৌখিক ও লিখিত ফলাবর্তন ইত্যাদি সমন্বয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করবেন।

যা স্বশিক্ষণের ক্ষেত্রে নিজের অগ্রগতির জন্য তৈরি করতে হবে বা টিউটোরিয়াল অধিবেশনের ক্ষেত্রে টিউটরের নিকট জমা দিতে হবে-

- পাঠপরিকল্পনার লিখিত কপি।
- আত্মসমালোচনামূলক প্রতিফলন এবং মৌখিক ও লিখিত ফলাবর্তনসহ চূড়ান্ত প্রতিবেদন।

৪. সময় সীমা

- কাজ গ্রহণ করার পর সর্বোচ্চ এক সপ্তাহ।

সারসংক্ষেপ:

পাঠ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পাঠ পরিকল্পনায় মূল্যাযাচাই পত্রের ব্যবহার শিখনকে বাস্তবমূখী করে তোলে। তাই প্রথমে মূল্যযাচাই পত্রের ধারণা থাকা আবশ্যক। এরপর মূলযাচাই পত্র ব্যবহারের গুরুত্ব উপলব্দি করতে হবে, সাথে সাথে মূল্যযাচাই পত্রের ব্যবহারের যৌক্তিকতার মাত্রা নির্ধারণ করা শিখতে হবে। প্রশিক্ষক পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট মূল্যযাচাই পত্র বলতে কী বোঝায় তা জানতে চাইবেন এবং ধারণা দিবেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ এককভাবে যথাসম্ভব উত্তর প্রদানে সচেষ্ট হবে। প্রশিক্ষক সহযোগীতা করবেন। শিক্ষক/ প্রশিক্ষক কর্মপত্রে ফটোকপি দিবেন। আপনারা কর্মপত্রের নির্দেশনা অনুসারে এককভাবে কর্মসম্পাদন করে উপস্থাপন করবেন। প্রয়োজনে প্রশিক্ষক কার্যপ্রণালী বুঝিয়ে দিবেন। কর্মপত্রের মাধ্যমে সহজে একজন প্রশিক্ষণার্থীর মনোভাব ও অগ্রগতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা

লাভ করতে সক্ষম হবেন। পাঠ পরিকল্পনার তিনটি অংশ থাকে। যথা- ১. প্রস্তুতি/ পাঠ সূচনা; ২. উপস্থাপন/ শিখন শেখানো কার্যক্রম; ৩. মূল্যায়ন। ফিডব্যাক/মূল্যায়নের জন্য প্রশিক্ষণার্থীরা গাঠনিকভাবে নিজেদের মূল্যায়িত করতে পারবেন। যেমন- নিদিষ্ট কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারা। নিদিষ্ট সময়ে সম্পাদন করতে পারা। আলোচনায় অংশগ্রহনের পরিমাণ নির্ণয়। বিভিন্ন মানের প্রশ্ন করতে পারার দক্ষতা নিরূপণ। উত্তরদানের সঠিকতা যাচাই করতে পারার দক্ষতা। পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের দক্ষতা যাচাই ইত্যাদি। মূল্যযাচাইয়ের কারণগুলো গুরুত্ব অনুসারে তালিকার ডান পাশে পয়েন্ট প্রদান করা যেতে পারে। পয়েন্ট পরিসর হবে গুরুত্বের ক্রমানুসারে- ৩, ২, ১। অতিগুরুত্বপূর্ণ ৩, তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ হলে ২ এবং সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ হলে ১ প্রদান করলে এর গুরুত্ব সহজে যাচাই করা সম্ভব হেব। শিক্ষার্থীর শ্রেণি অভীক্ষা, শ্রেণীর কাজ ও ব্যবহারিক কাজ, বাড়ির কাজ, নির্ধারিত কাজ, মৌলিক উপস্থাপনা, দলগত কাজ ইত্যাদি মূল্যায়নের জন্য পরিকল্পিতভাবে যে রেকর্ড সংরক্ষণ ছক ব্যবহার করা যায়। পরিকল্পিতভাবে মূল্যযাচাই করতে মূল্যযাচাই পত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক হিসেবে আপনি শ্রেণি পাঠদানের পর আপনার ডায়েরীতে লিখে রাখুন। প্রকৃতপক্ষে একজন শিক্ষকের পক্ষে একটি ক্লাসে তিনটি মূল্য যাচাই পত্র পূরণ করা কতটুকু সম্ভব তা উল্লেখ করতে হবে এবং তার জন্য আপনার কি পরিমাণ সময় লেগেছে তাও উল্লেখ করতে পারেন। এছাড়া শ্রেণি মূল্যায়নে মূল্যযাচাই পত্র তৈরি, মূল্যযাচাই পত্রের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ, শিক্ষণে মূল্যযাচাই পত্রের ব্যবহার দক্ষতার প্রতিফলনমূলক প্রতিবেদন এবং উপযুক্ত সময় সীমা নির্ধারণ করতে হবে। এতে করে যথাযথ মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।

মূল্যায়ন:

১. মূল্যযাচাই পত্র কী? ২. মূল্যযাচাই পত্র ব্যবহারের গুরুত্ব বর্ণনা করুন। ৩. মুল্যযাচাই পত্র ব্যবহারের যৌক্তিকতার মাত্রা নিরূপন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন। ৪. পাঠ পরিকল্পনায় মূল্যযাচাই পত্র কীবাভে ব্যবহার করতে হয় উল্লেখ করুন।	**উত্তর:** ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

পরবর্তী অধিবেশনের প্রস্তুতি:

আমরা "**টেক্সটাইল সেক্টর উন্নয়নে নিজস্ব চিন্তা উন্নয়নের কৌশল আবিষ্কার ও প্রতিফলন প্রক্রিয়ার ভূমিকা**" নিয়ে আলোচনা করবো।

তথ্য সূত্র:

1. এনসিটিবি: http://bitly.ws/9Yft এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম নবম-দশম শ্রেণির সকল ট্রেড বই সমূহ।
2. Link: http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/SOE/BEd/edbn2525/Unit-07.pdf
3. Link: http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/SOE/MEd/edm_1403/Unit-09.pdf
4. Link: http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/SOE/BEd/edbn2524/Unit-06.pdf
5. Link: http://www.ebookbou.edu.bd/Books/Text/SOE/MEd/edm_1403/Unit-08.pdf